"ইচ্ছে" কিসে হয়

হান্ড্রেড মাইলস প্রোজেক্টের কনসেপ্ট নোট

গ্রামদেশে পড়াশোনার হাল অতি জঘন্য। এ নিয়ে অনেক গবেষণাপত্র আছে। ASER রিপোর্ট (২০২৪) বলছে যে পশ্চিম বাংলার ক্লাস এইটের ৬৫% ছেলে মেয়ে গুণ-ভাগ করতেও জানে না!

হাল এত খারাপ কেন?

যেমন দেশ থেকে বহু মানুষ বিলেত চলে গেছেন, তেমনি গ্রাম থেকেও প্রচুর মানুষ শহরে চলে এসেছেন। যারা মোটামুটি লেখা পড়া শিখতে পেরেছেন, তারাই শহরে পালিয়েছেন কাজের খোঁজে। দেশগাঁ থেকে শিক্ষিত মানুষরা একে একে সরে পড়েছেন।

এও এক রকমের ব্রেন-ড্রেন। আমরা ভারত থেকে আমেরিকার ব্রেন ড্রেনের কথা বলি। হয়ত গ্রাম থেকে শহরের ব্রেন ড্রেন তার চেয়েও মারাত্মক। গোটা গ্রাম-ভারত এক দক্ষতাহীন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

হাল আমলে গ্রাম-দেশেও টুইশনি-র চল হয়েছে। বাবা - মা কোচিং ক্লাসে পাঠাচ্ছেন খরচ পত্তর করে। তাঁদের আশা, হয়ত ছেলে মেয়ে কিছু বেশি শিখতে পাবে। যাঁরা পড়াচ্ছেন তাদের দক্ষতা সীমিত। পড়ানোর জন্য তারা অল্প পয়সা পান। তাঁদের দক্ষতা বাড়ানোর ইচ্ছেটাও সীমিত। ফলও পাওয়া যাচ্ছে হাতে নাতে। এত কোচিংক্লাসে এসেও শিশুদের পড়াশোনার উন্নতি তেমন হচ্ছে না। অবশ্য বাড়ির বাইরে কিছুটা সময় থাকা হচ্ছে। বাবা মা-ও খানিক হাঁফ ছাড়তে পারছেন। এটুকু লাভ।

সমস্যা "ইচ্ছে"-টুকু নিয়ে। শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়লে খাসা হয়। কিন্তু তাদের সেসব করতে "ইচ্ছে" পেতে হবে। সেটা হবে কেমন করে?

আমরা একটা ঘুর-পথ ধরেছি। সোঁদরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম কাঁটামারি বাজারের জনা চারেক শিক্ষকের সাথে জোট করেছি। উদ্দেশ্য ওই "ইচ্ছে"টুকুর নাগাল পাওয়া।

শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন। আমরা তাঁদের পড়ানোর প্রস্তুতিতে সাহায্য করছি। তারই সাথে শিক্ষকদের দিয়ে খান দুই ছোটো খাটো ব্যবসা ফাঁদার তাল করা হচ্ছে। যেমন কাঁথা স্টিচ, যেমন দেশজ গয়না বড়ি, যেমন সুন্দরবনে ট্যুরিজম।

অল্প স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা আমরাই করে দেব। জাঁকিয়ে ব্যবসা করার জন্য এই চার শিক্ষককে নতুন নতুন বিষয় জানতে, শিখতে হবে। কম্পিউটার, মার্কেটিং, সোশাল মিডিয়া ব্যবহার করতে হবে। মার্কেটিং-এর জন্য ইংরেজি আর বাংলাটা জম্পেশ করে শিখতে হবে। হিসেব নিকেশ নিয়মিত রাখার জন্য অঙ্ক শিখতে হবে। এছাড়া ব্যবসার তথ্য নিপাটভাবে রাখার জন্য স্প্রেডশিটে কাজ করা আয়ত্ত্ব করতে হবে। ব্যবসা করার জন্যই এসব শেখা। ব্যবসাতেই এই সব বিদ্যার প্রয়োগ। রোজগার আর নতুন কিছু বানানোর জন্য শেখা। এই শেখার পর্বতেও আমাদের দলবল শিক্ষকদের সাহায্য করছে।

এবার যা যা তাঁরা শিখছেন সে সব ক্লাসরুমে শিখিয়ে দিলেই বাজিমাত। শিশুরাও কম্পিউটার, ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক শিখে যাবে। তাদের শেখালে শিক্ষকদের শেখাটাও জোরদার হবে। তাই তারা শেখাবেন। এদিকে ব্যবসায় নলেজ-ক্যাপিটাল বাড়বে। কিশোরদের কাউকে কাউকে শিক্ষানবিশ হিসেবে ব্যবসায় নিয়োগ করাও যাবে। অর্থাৎ শিক্ষকরা তাদের ব্যবসার ভবিষ্যৎ কর্মী নির্মাণ করবেন। তাই তারা শেখাবেন। হয়ত তাদের "ইচ্ছে" করবে। একটা বেশ মজার কান্ড হবে।

শিক্ষকরা যদি ব্যবসাদার হতে পারেন, উৎপাদন আর বিপণনের সাথে যুক্ত হতে পারেন, তাঁদের অনবরত শেখা আর ভাবার মধ্যে থাকতে "ইচ্ছে" হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নতি আর নতুন কিছু বানানোর যুগল টান বড়ই অমোঘ। এই সেদিনের কথা। রথি ঠাকুর বাটিকের কাজ শিখে এসেছিলেন ইন্দোনেশিয়া থেকে। সেসব বোলপুরের শিক্ষাসত্রে আর শ্রীনিকেতনে শিখিয়ে দেন সব্বাইকে। সেই প্রথম বোলপুরের কারিগর আর ছাত্ররা বাটিকের কাজ করতে শুরু করে। উপার্জন আর শিক্ষা দুই-ই বাড়তে থাকে। প্রায় বিশ বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক বীরভূমে অনুসন্ধান করতে গেছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখেছিলেন যে তখনো শ্রীনিকেতনে আর শিক্ষাসত্রে যুক্ত থাকা গ্রামগুলির গড় আয় আর শিক্ষার মান আশপাশের গ্রামগুলোর থেকে অনেক বেশি রয়ে গেছে।

ততদিনে রবি অস্ত গেছেন। দেশ ভেঙে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে।

এই ঘুর-পথে আদৌ কোনো কাজ হবে কিনা তা করে দেখতে হবে। সেটুকুই আপাতত কাজ।